ইজিবাইক আটকানোর প্রতিবাদে দামুড়হুদায় মহাসড়ক অবরোধ, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর প্রত্যাহার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ইজিবাইক আটক ও জরিমানা আদায়ের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইজিবাইক চালকেরা।

রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কের দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ অবরোধ চলে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) আশ্বাসে সাড়ে চার ঘণ্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন চালকেরা।

স্থানীয় সূত্র ও ইজিবাইক চালকদের অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গা বাস মালিক সমিতির উদ্যোগে পুলিশের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে দামুড়হুদার ফকিরপাড়া এলাকায় মহাসড়কে ব্যারিকেড দিয়ে দামুড়হুদা থেকে চুয়াডাঙ্গাগামী ইজিবাইকের চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই এলাকায় ইজিবাইক থেকে যাত্রী নামিয়ে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ইজিবাইকে তুলে দেওয়া হয়।

চালকদের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে ইজিবাইক আটক করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় রাখা হয়। পরে প্রতিটি গাড়ির জন্য ২ হাজার ৬৫০ থেকে ২ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায় করে ছেড়ে দেওয়া হয়। গাড়ি আটকের পাশাপাশি কোনো কোনো সময় চালকদের মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তারা।

এসব ঘটনার প্রতিবাদে এবং ফকিরপাড়া এলাকায় দেওয়া ব্যারিকেড তুলে ইজিবাইক চলাচলের সুযোগ দেওয়ার দাবিতে রোববার সকালে বিক্ষোভ শুরু করেন চালকেরা। প্রথমে দামুড়হুদা মিনি স্টেডিয়াম মাঠে শতাধিক ইজিবাইক নিয়ে তারা জড়ো হন। পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কে অবস্থান নেন।

এতে মহাসড়কের দুই পাশে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। বন্ধ হয়ে যায় মহাসড়কে যান চলাচল।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, ফকিরপাড়া এলাকায় ইজিবাইক আটকানোর জন্য

দেওয়া ব্যারিকেড তুলে নিতে হবে এবং তাদের নির্বিঘ্নে চলাচলের সুযোগ দিতে হবে। একই সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার বাইরে ইজিবাইক চলাচল বন্ধ এবং মহাসড়কে চলাচলকারী লেগুনা বন্ধের দাবিও জানান তারা।

খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) প্রভাষ কুমার বসু, এসআই উত্তম ও এসআই প্রদীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। তবে দীর্ঘ সময় অবরোধ চলায় মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি।

পরে দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন এবং দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু ঘটনাস্থলে গিয়ে ইজিবাইক চালকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তারা চালকদের আশ্বস্ত করে জানান, বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যারিকেড তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশাসনের আশ্বাসের পর ইজিবাইক চালকেরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। এরপর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

অবরোধের কারণে রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স, শিক্ষার্থীসহ সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। দীর্ঘ সময় মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকায় চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

ঝিনাইদহে বাস-ইজিবাইক শ্রমিকদের দ্বন্দ্বে মহাসড়কে ৩ ঘন্টা অবরোধ

ঝিনাইদহে বাস ও ইজিবাইক শ্রমিকদের পূর্ব বিরোধের জেরে ঝিনাইদহে মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা। শনিবার (১৩ জুন) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে বাস ও ইজিবাইক শ্রমিকরা।

বাস মালিকরা জানায়, মহাসড়কে থ্রিহুইলার চালচল সম্পূর্ণ নিষেধ

থাকা সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে এ সড়কে থ্রিহুইলার চলাচল করছে এতে করে প্রায়সই ঘটছে সড়ক দূর্ঘটনা। এ কারণে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষও হয় দুপক্ষের।

এছাড়াও ইজিবাইকে যাত্রি উঠানোর ফলে বাসে কমেছে যাত্রী এতেকরে বাস মালিকদের গুনতে হচ্ছে লোকশান। এরই সূত্রধরে আজ বাস শ্রমিকরা ইজিবাইক চলাচলে বাধা দিলে দুপক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। তারই রেশ ধরে দুপক্ষ ঝিনাইদহ মহাসড়কে থ্রিহুইলার ও বাস আড়াআড়ি করে সড়কে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়।

এময় দুরপাল্লার বাস সহ আটকে পড়ে সকল প্রকার যানবাহন, ভোগান্তিতে পড়ে শতশত দুরপাল্লার যাত্রী, বিকসার যাত্রী ও পথচারিরা। পরে প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌছে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় দুপক্ষের শ্রমিকরা।

জীবননগরের বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যুতে উত্তপ্ত শহর, অবরোধ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যু সংবাদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়।

গত সোমবার রাত ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশে একটি কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ এর এক পর্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন পরে সেনাবাহিনীর একটি টিম তাকে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শামসুজ্জামান ডাবলু জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। মৃত্যুর খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতাকর্মীরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে। এই অবরোধ রাত ১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে।

সকাল ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম স্থানীয় শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। এরপর সকাল ১১টায় জীবননগর থানার একটি টিম স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে বিক্ষিপ্ত জনতা তাদের উপর হামলা চালায়। এ সময় জীবননগর থানার ওসি সহ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন।

দুপুর ১টায় লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, জেলা প্রশাসক মোঃ কামাল হোসেন এবং পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুল ইসলাম । লাশ নেওয়ার পরপরই জীবননগরের প্রধান সড়কগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং ব্যবসায়ীরা দোকান খুলতে থাকেন।

জেলা প্রশাসন মোঃ কামাল হোসেন বলেন, ময়না তদন্ত করা হবে ময়না তদন্ত শেষে যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ (ডিএম) ডিগ্রি কলেজের মাঠে বসতি স্থাপনা নির্মাণের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেখপাড়া এলাকায় তারা ঘণ্টাব্যাপী এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে।
এ সময় শিক্ষার্থীরা মহাসড়কের উপরে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে।

অবরোধ চলাকালে শিক্ষার্থীরা, ‘কলেজ মাঠে স্থাপনা মানি না মানব

না’, ‘অবৈধ স্থাপনা মানি না মানব না’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে। পরে বেলা সাড়ে ১২টায় যৌক্তিক সমাধানের প্রতিশ্রুতিতে মহাসড়ক ছেড়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। তবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্থাপনা না সরালে আবারও রাস্তায় নামবে বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে।

জানা গেছে, কলেজ মাঠের ২৭ শতাংশ জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। কয়েকদিন আগে জমির প্রকৃত মালিক কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণ করলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে সরব হয়। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণের ফলে আমরা খেলাধুলা করতে পারছি না। কলেজের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণ আমরা মানব না, আমরা সুষ্ঠু সমাধান চাই। তা না হলে আমরা আরও কঠোর আন্দোলনে যাব।

শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ (ডিএম) ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. আসাদুর রহমান জানান, জমিটি এওয়াজ করা হয়েছিল, রেজিষ্ট্রি না থাকায় সেখানে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে, একারণে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করেছে। আশা করি দ্রুতই এর সুন্দর সমাধান হয়ে যাবে। স্থাপনা নির্মাণকারীদের কাউকে পাওয়া যায়নি তাই এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় ৬ দফা দাবিতে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

ছয় দফা দাবিতে কুষ্টিয়ায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন কুষ্টিয়া পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা।

বুধবার (১৬ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তারা শহরের মজমপুর মোড়ে সড়ক অবরোধ করে। অবরোধে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শতশত শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধের কারণে যানজট সৃষ্টি হয়। এতে সড়কে চলাচলকারী মানুষ পড়েছেন সীমাহীন দুর্ভোগে।

শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা ছয় দফা দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছি। আগেও আমরা একই দাবিতে একাধিকবার কর্মসূচি পালন করেছি।

তবে আমাদের দাবি মানা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। আমাদের দাবি না মানা হলে আগামীতে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচিতে যাবো আমরা।

কুষ্টিয়ায় ঝাউদিয়া থানার দাবীতে সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ায় ঝাউদিয়া থানার দাবিতে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেছে স্থানীয়রা।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টায় কুষ্টিয়া খুলনা মহাসড়কের বিত্তিপাড়া এলাকায় সড়কে টায়ার জালিয়ে ও গাছের গুড়ি ফেলে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেন ঝাউদিয়া ও আশপাশের ৬ ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ।

তারা দ্রুত থানা উদ্বোধনের দাবিতে নানা শ্লোগান দিতে থাকেন। এতে সড়কের দুই পাশে প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়ে সড়কে চলা যাত্রীরা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে সাড়ে ৩ ঘণ্টা পর কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়া থানা উদ্বোধনের দাবিতে চলা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ উপস্থিত হয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনার আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত জানান ঝাউদিয়াা থানা বাস্তবায়ন কমিটির নেতারা। এরপর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয় কুষ্টিয়া-খুলনা জাতীয় মহাসড়কে।

ঝাউদিয়া থানা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব মো. হায়াত আলী বলেন, পুলিশ সুপার ১০ তারিখে মিটিংয়ে ডেকেছেন থানা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার জন্য। তারা থানা স্থাপনের বিষয়ে

আশ্বাস দিয়েছেন। এরই পেক্ষিতে আমরা আগামী ১০ তারিখ পর্যন্ত কর্মসূচি স্থগিত করলাম।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেন, ঝাউদিয়া থানা উদ্বোধনের দাবীতে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বৃত্তিপাড়া বাজার এলাকায় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয়রা। আমরা ঘটনাস্থলে এসে থানা বাস্তবায়ন কমিটির নেতাদের সাথে কথা বলে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনার আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় আন্দোলনকারীরা।

মেহেরপুরে চতুর্থ দফার ডাকা অবরোধে মাঠে ছিল না কেউ, কর্মসূচি ছিল ভার্চুয়াল

বিএনপির ও সমমনা দলগুলোর ডাকা চতুর্থ দফা অবরোধে মেহেরপুর জেলাতে মাঠে ছিলো না বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা। আাবার অবরোধ প্রতিরোধে আওয়ামী লীগেরও তেমন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না ।

রবি ও সোমবার জেলার কোথাও অবরোধের সমর্থনে কোনও নেতাকর্মীকে মিছিল বা সমাবেশ করতে দেখা যায়নি। উপরন্তু রবিবার রাতে গাংনীর জনশুন্য রাস্তায় যুবদলের ব্যানারে একটি মশাল মিছিল করে ও একটি টায়ারে আগুন দিয়ে নিজেরাই সেই কর্মকাণ্ডের ভিডিও ধারণ করে স্থান ও অংশনেওয়া নেতাকর্মীদের নাম গোপন করে ভিডিও চিত্র সাংবাদিকদের কাছে পাঠিয়ে ভার্চুয়াল অবরোধ কর্মসূচি পালনের তকমা পেয়েছেন।

অবরোধের কারণে রবিবার ও সোমবার মেহেরপুর – চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর – কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল করনি। তবে আন্তঃজেলা সড়কগুলোতে এবং অভ্যন্তরীণ সড়কে পর্যাপ্ত ইজিবাইক, নসিমন, রিকশাসহ ছোট যান চলাচল করছে। শহরের দোকানপাট-শপিংমল খুলেছে স্বাভাবিক দিনের মতো।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে ঘিরে রয়েছে কোন প্রোগ্রাম করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমার বাড়ি, অফিসসহ বিভিন্ন স্থানের সাদা পোশাকে পুলিশ, র্যাব এমন লাগানো হয়েছে যাতে আমরা যেন কিছু না করতে পারি। তিনি আরো বলেন, দিন এমন থাকবে। যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বেড়েছে জনগণই এ সরকারের পতন নিয়ে আসবে একদিন ।

এদিকে, অবরোধে প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলাতে ও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন দেখা যায়নি আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সংগঠনগুলিকে।

তবে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন এলাকা ও সড়কের মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের টহল দিতে দেখা গেছে।

মেহেরপুরে অবরোধে পর্যটন হোটেলে ধ্বস

হরতাল-অবরোধে মেহেরপুরে পর্যটন, আবাসিক হোটেল ও হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসায় ধ্বস নেমেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে স্বাধীনতার পূন্যভূমি মুজিবনগর ও কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে আবাসিক হোটেলগুলোতে অতিথি কমে যাওয়ায় এই মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতেও ভোক্তার অভাব দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হরতাল-অবরোধের কারণে মুজিবনগরে পর্যটকশূন্য হয়ে পড়েছে। সেখানে শতাধিক প্রান্তিক ব্যবসায়ী পর্যটকের অভাবে তাদের ভাসমান দোকান গুটিঁয়ে রেখেছে। একই সঙ্গে কমেছে ব্যবসাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা, সমিতি ও সেমিনার। যার ফলে হোটেল ব্যবসায় মন্দাভাব নেমে এসেছে। শহরের অন্যতম রেস্তোরাঁ ‘লা-ভোগ’ এই শীতের শুরু থেকেই বিভিন্ন সেমিনার, ছোট ছোট পার্টির অনুষ্ঠানে মুখর থাকতো। সেখানে সেসব অনুষ্ঠানও বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী আনোয়ারুল হক কালু জানান ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত সভা, সেমিনার, জন্মদিবস পালনের অনুষ্ঠান কমে গেছে। অবরোধে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটতে পারে আশঙ্কায় হোটেল

রেস্তোরাঁতে কেউ অনুষ্ঠান করতে চাচ্ছেনা। ফলে তাদের ব্যবসায় এতটাই ধ্বস নেমেছে যে- স্টাফদের বেতন বন্ধ হবার উপক্রম। মুজিবনগর পর্যটন এলাকায় ব্যক্তি উদ্যেগে গড়ে উঠেছে ‘অনন্যা’ ও ‘মনোরমা’ নামের দুটি মিনি চিড়িয়াখানা। মনোরমা চিড়িয়াখানার মালিক হাসানুজ্জামান লাল্টু জানান- পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে মুজিবনগর। পর্যটক না পাওয়াতে চিড়িয়াখানার কর্মরত লোকবলের বেতন হয়তো বাকী রাখা যাবে কিন্তু প্রাণীদের খাবারের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে ধার দেনা করে।

আবাসিক হোটেলগুলোতে গত ১০দিন কোন রুমে অতিথি মেলেনি। কৃষি নির্ভর মেহেরপুর জেলা থেকে বিভিন্ন ধরণের সবজি সংগ্রহে ঢাকা, চিটাগাং, বগুড়া, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ মেহেরপুরে আসেন। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পর্যটন এলাকায় এই সময় প্রতিদিন দেশ বিদেশের মানুষের ঢল নামে। তাঁরা মাঝারি মানের আবাসিক হোটেলগুলোর প্রধান গ্রাহক। কিন্তু এখন তাঁদের আসাও বন্ধ রয়েছে। বুধবার মুজিবনগর পর্যটন আম্রকাননে গিয়ে দেখা যায় পসরা সাজিয়ে বিভিন্ন ধরণের সামগ্রি বিক্রেতারা তাদের পন্য রিক্সা ভ্যানে গুটিয়ে পলিথিনে ঢেকে রেখেছে। সেখানে তাদের কোন বিক্রেতার দেখা মেলেনি। জেলা শহরের আবাসিক ‘সোহান গেস্ট হাউজ’ মালিক ওবায়দুর রহমান জানান, গত দশদিনে গেস্ট হাউজে কোন অতিথি আসেনি। হরতাল অবরোধ প্রত্যাহার না হলে মাস শেষে বিদ্যুৎ বিল ও স্টাফদের বেতন দিতে হবে পুঁজি ভেঙ্গে। শহরের অন্যতম আবাসিক হোটেল ‘ফিন টাওয়ার’ এর একই অবস্থা অতিথি সংকটে।

ভোক্তা সংকটে ‘গ্রিণ ফুড’ রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। মেহেরপুর জেলা শহরের অন্যান্য হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে প্রতিদিন দুপুর ও রাতের খাবারের অতিথিও কমে গেছে বলে জানা গেছে। ক্ষতিগ্রস্থ এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা হরতাল অবরোধ প্রত্যাহারের বিকল্প পথে যাবার জন্য দাবি জানিয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে বিএনপির ১০ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বিএনপির ডাকা তিনদিনের অবরোধের প্রথম দিন অনেকটা নিরুত্তাপ কেটেছে। দোকানপাট ও স্থানীয় যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে। তবে দুরপাল্লার কোন পরিবহন ছেড়ে যায়নি। এদিকে নাশকতা ঠেকাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশ গত ২৪ ঘস্টায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তিন উপজেলা থেকে বিএনপির ১০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সদর থানা ৪ জন, গাংনী থানা ৫ জন এবং মুজিবনগর থানা একজনকে আটক করেছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপারের নির্দেশে তিন থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় বিশেষ ক্ষমতা আইনে সদর থানা পুলিশ কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মো: শামীম হোসেন (৪৫), মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মো: খোরশেদ আলম (৩৬), বিএনপি কর্মী মো: এনামুল হক (৫৫), কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতিমো: তুহিন হোসেন (৪০)। গাংনী থানা পুলিশ সাহারবাটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সেক্রেটারি আসমাউল হুসনা(২৮), রায়পুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান (৫০), ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি জামাল হোসেন (৪৫), জুমাত আলী(৫০), সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি,গাংনী পৌর সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক মো: এডাম সুমন(৪০), মুজিবনগর থানা পুলিশ মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাব্দার আলী(৫৪)।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিএনপির ডাকা তিনদিনের অবরোধের প্রথম দিন অনেকটা নিরুত্তাপ কেটেছে। দোকানপাট ও স্থানীয় যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করেছে। তবে দুরপাল্লার কোন পরিবহন ছেড়ে যায়নি। এদিকে নাশকতা ঠেকাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তিন উপজেলা থেকে বিএনপির ১০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে সদর থানা ৪ জন, গাংনী থানা ৫ জন এবং মুজিবনগর থানা একজনকে আটক করেছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপারের নির্দেশে তিন থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম মঙ্গলবার দিনব্যাপী জেলা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় বিশেষ ক্ষমতা আইনে সদর থানা পুলিশ কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি মো: শামীম হোসেন (৪৫), মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মো: খোরশেদ আলম (৩৬), বিএনপি কর্মী মো: এনামুল হক (৫৫), কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সভাপতিমো: তুহিন হোসেন (৪০)। গাংনী থানা পুলিশ সাহারবাটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সেক্রেটারি আসমাউল হুসনা(২৮), রায়পুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান (৫০), ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি জামাল হোসেন (৪৫), জুমাত আলী(৫০), সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি,গাংনী পৌর সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক মো: এডাম সুমন(৪০), মুজিবনগর থানা পুলিশ মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক সাব্দার আলী(৫৪)।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে বিজিবি মোতায়েন

বিএনপিসহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর ডাকা তিন দিনের অবরোধে নাশকতা ঠেকাতে মেহেরপুরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি এক প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শামিম হাসান মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ইতোমধ্যে বিজিবির ওই দলটি মেহেরপুরে পৌছেছে।